যুগান্তর

তারিখ 29 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষা সংস্কারে মহাপরিকল্পনা

দশের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সংস্কারের মহাপরিকল্পনা গ্রহ
রিয়াছে সরকার। শনিবার নায়েমে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা
ই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার আওতায় বর্তমান তিন স্তরের শিক্ষ
য়ন ও সম্প্রসারণ ঘটানো হইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, কোন নূতন শিক্ষানীতি
রং বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়নসহ আরও বেশি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে
ভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠেয় 'শিক্ষা সামিটে' রাজনীতিক, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও
ণমাধ্যম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হইবে।

রের শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবনার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সংস্কা
তীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন ও আইনের সংস্কার, পাঠ্যবই সংস্কার, নূতন করিয়া স
র্তিষ্ঠান খোলাসহ সারাদেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন কা
ইয়াছে। এহেন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রেও প্রয়ে
স্কার ও সংশোধনী আনিতে যাইতেছে সরকার। সর্বোপরি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের
ক্ষাব্যবসা নিয়ন্ত্রণে আগামী কেবিনেটে উত্থাপিত হইতে পারে নূতন অধ্যাদেশ। যা
ই ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রবল আপত্তি রহিয়াছে
ধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করা হইয়াছে।
র্বাসন ও জাতীয় বিষয়ের সার্বিক কার্যাবলী আনা হইবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির
ওতায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠন করা হইবে একটি 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন'
মিটি। কমিটি দেশের ৮০ ভাগ উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শি
, কলেজগুলির বাস্তব অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা, অভ্যন্তরীণ সমস্যা ইত্যাদি পর্যা
বে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতি, পাঠদান, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি
্যতা ইত্যাদিও সুবিন্যস্ত ও যথাযথ করিবার প্রচেষ্টা চালাইবে। সত্য বটে, বর্তমানে
শ বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নাই। তথ্যপ্রযুক্তিসহ
পউটারের মতো পাঠ্যবইও শিক্ষার্থীদের তেমন আকর্ষণ করিতে পরিতেছে না। তা
য়া আধুনিক বিশ্ব তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে
াফেলা করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই। এই সকল দিক হইতে আমরা অনেক পশ্চ
য়া রহিয়াছি। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় এই সকল দিককে অগ্রাধিকার দিতে হইবে
মান বিশ্বের সহিত যাহাতে তাল মিলাইয়া চলা যায়, সেই লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে
সিটি বা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হইবে, ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক— উভয় দিক
। মাদ্রাসা কারিকুলামে ইংরেজি ও গণিতকে আনিতে হইবে স্কুলের সমপর্যায়ে, যা
নিশ্চিত করা যাইতে পারে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বর্তমানেও অনেক
মালা রহিয়াছে। তবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সেই সকল নীতিমালা কতটা
কর ও সুফলদায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক রহিয়াছে বিস্তর। সার্বিকভাবে
ম্মত শিক্ষার বিষয়টি রহিয়াছে চ্যালেঞ্জের মুখে। বর্তমানে উহা আদৌ সুফল দিতে
তেছে না বলিয়া শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের ধারণা অমূলক নহে। এই প্রেক্ষাপটে
ধায়ক সরকারের মহাপরিকল্পনাকে বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্বাপর সরকারগুলি
লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম করে নাই। কোনটিই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংব
চাহিদা মিটাইতে পারে নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনায় উহার পুনরাবৃ
নহে। যুগের চাহিদা মিটাইতে একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প